# অধ্যায় - ৪৩-৪৪

*মহাসমাধির দিকে (২)*

*সমাধি মন্দির, ইঁট খন্ডন, ৭২ ঘন্টার সমাধি; বাপুসাহেব যোগের সন্ন্যাস, বাবার অমৃততুল্য বচন।*

মূল গ্রন্থে ৪৩ ও ৪৪ অধ্যায়ে বাবার নির্বাণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই গ্রন্থে সেগুলি সংযুক্ত রূপে লেখা হচ্ছে।

**পূর্বপ্রস্তুতি- সমাধি মন্দির ঃ-**

হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে মরণাপন্ন মানুষকে ধার্মিক গ্রন্থ পড়ে শোনান হয়। এর প্রধান কারণ শুধু একটাই যাতে তার মন সাংসারিক ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে যুক্ত হয়। সেই প্রাণী কর্মবশ পরের জন্মে যে দেহ ধারণ করবে, তাতে যেন সে সদ্‌গতি প্রাপ্ত করে। সবাই জানে যে যখন রাজা পরীক্ষিতকে ব্রহ্মর্ষি পুত্র শাপ দেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল তখন মহাত্মা শুকদেব ওঁকে সেই সাতদিন শ্রীমদ্ ভাগবৎ পুরাণ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ফলে রাজা পরীক্ষিত মোক্ষ প্রাপ্ত করেন। এই প্রথাটি এখনো অনুসরণ করা হয়। গীতা, ভাগবৎ ইত্যাদি পবিত্র গ্রন্থ আজও মরণোন্মুখ মানুষকে শোনান হয়। বাবা তো স্বয়ং ঈশ্বরাবতার। তাই তাঁর কোন বাহ্য সাধন ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেবল লোকেদের কাছে উদাহরণ প্রস্তুত করার জন্যই তিনি এই প্রথা উপেক্ষা করেননি। যখন তিনি জানতে পারেন যে এবার শীঘ্রই এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করবেন তখন তিনি শ্রী ওয়ঝেকে 'রাম বিজয়' প্রকরণ পড়ে শোনাতে আদেশ দেন। শ্রী ওয়ঝে এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন পাঠ করেন। এরপর বাবা ওঁকে আট প্রহর 'পাঠ করার আজ্ঞা দেন। শ্রীওয়ঝে ঐ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আবৃত্তি তিন দিনে শেষ করে ফেলেন এবং এই ভাবে ১১ দিন কেটে যায়। এরপর উনি আরো তিন দিন পাঠ করেন। এবার শ্রীওয়ঝে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েলেন। বাবা শান্ত ও আত্মস্থিত হয়ে শেষ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করতে শুরু করেন। এর দু-তিন দিন আগেই বাবা তাঁর ভোরবেলায় বেড়ানো এবং ভিক্ষা সংগ্রহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি মস্‌জিদেই বসতে শুরু করেন। নিজের শেষ সময়ের প্রতি পূর্ণ রূপে সচেতন ছিলেন। ভক্তদের ধৈর্য্য রাখতে বলতেন কিন্তু নিজের মহানির্বাণের নিশ্চিত সময় প্রকাশ করেননি। এই সময় কাকাসাহেব দীক্ষিত

ও শ্রীমান বুটী রোজ বাবার সঙ্গে একত্রে মস্‌জিদে আহার করতেন। মহানির্বাণের দিন (১৫-ই অক্টোবর) আরতি শেষ হওয়ার পর বাবা ওঁদের নিজের 'ওয়াড়া'য় খাওয়ার জন্য ফিরে যেতে বলেন। তবুও লক্ষ্মীবাঈ শিন্দে, ভাগোজী শিন্দে, বয়াজী লক্ষ্মণ বালাশিম্পী এবং নানাসাহেব নিমোনকর সেখানেই বসে রইলেন। শামা মস্‌জিদের সিঁড়িতে বসে ছিলেন। লক্ষ্মীবাঈ শিন্দেকে ন' টাকা দেওয়ার পর বাবা বলেন- "আমার মস্‌জিদে আর ভালো লাগছে না, তাই আমায় বুটীর পাথর ওয়াড়ায় নিয়ে চলো, সেখানে আমি ভালো থাকব।" এই শেষ কথাগুলি বলে বাবা বয়াজীর দেহের উপর ভর দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভাগোজী দেখেন যে বাবার শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গেছে। নানাসাহেব নিমোনকরকে ডেকে এই কথা জানান। নানাসাহেব একটু জল এনে বাবাকে খাওয়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা বাইরেই গড়িয়ে পড়ে। সেই দেখে উনি চেঁচিয়ে ওঠেন- "ও দেব!" তখন বাবাকে দেখে মনে হয় যেন তিনি ধীরে করে চোখ খুলে হাল্কা স্বরে 'আহ্' বললেন। কিন্তু এবার পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি সত্যি সত্যি পঞ্চভূতের শরীর ত্যাগ করেছেন। "বাবা সমাধিস্থ হয়েছেন" - এই হৃদয় বিদারক দুঃসংবাদ দাবানলের মত তক্ষুনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাতারে কাতারে লোক- আবালবৃদ্ধবনিতা মস্‌জিদে দৌড়য়। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল। সবার হৃদয়ের উপর যেন বজ্রপাত হয়। শোকে ব্যাকুল হয়ে কেউ জোরে-জোরে কাঁদছিল, কেউ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছিল তো কেউ অজ্ঞান হয়ে শিরডীর রাস্তার উপর পড়েছিল। প্রত্যেকে বেদনায় ম্রিয়মান। শিরডীতে গ্রামবাসীদের কান্নায় ও আর্তনাদে প্রলয় কালের তান্ডব নৃত্যের দৃশ্য ভেসে উঠল। ওদের এই মহান দুঃখে কে এসে সান্ত্বনা দেবে যখন ওরা সাক্ষাৎ সগুণ পরমব্রহ্মের সান্নিধ্য হারিয়ে ফেলেল? এই দুঃখের বর্ণনাই বা কে করতে পারে? এবার কয়েকজন ভক্তের বাবার কথাগুলি মনে পড়ে। কেউ বলল- "মহারাজ (সাই বাবা) বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি আট বছরের বালকের রূপে আবার প্রকট হবেন।" কৃষ্ণবতারেও চক্রপানী (ভগবান বিষ্ণু) এমনি লীলা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মা দেবকীকে আট বছরের এক বালকের রূপে দেখা দেন। তাঁর দিব্য তেজোময় স্বরূপ ও চার হাতে আয়ুধ (শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম) শোভা পাচ্ছিল। নিজের সেই অবতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূ-ভার হাল্কা করেছিলেন। সাইবাবা তাঁর এই অবতারে নিজের ভক্তদের সঙ্গে এই জন্মের সম্বন্ধ বিকশিত করে যেন কোন কাজে কোথাও চলে গেছেন এবং ভক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস যে উনি শীঘ্রই আবার ফিরে আসবেন।

এবার সমস্যা হল যে বাবার শবদাহ কার্যাদি কিভাবে করা হবে। কয়েকজন মুসলমান বলেন যে তাঁর দেহকে কবরস্থানে সমাধিস্থ করে তার উপরে একটা সমাধি

মন্দির বানানো উচিত। খুশালচন্দ ও আমীর শক্করেরও এই মত ছিল। কিন্তু গ্রাম্য অধিকারী শ্রী রামচন্দ্র পাটীল দৃঢ় ও নিশ্চয়সূচক স্বরে বলেন- "তোমাদের এই নির্ণয়ে আমি রাজী নয়। তাঁর পবিত্র শরীরকে বুটী 'ওয়াড়া' ছাড়া অন্যত্র কোথাও রাখা হবে না।" এই ভাবে ভক্তদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং বাদ-বিবাদ ৩৬ ঘন্টা অবধি চলে। বুধবার ভোরবেলা বাবা লক্ষ্মণ মামা যোশীকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং ওঁর হাত টেনে বলেন- "তাড়াতাড়ি ওঠো। বাপু সাহেব ভাবছে যে আমি মরে গেছি। তাই ও তো আসবে না। তুমি পূজো ও কাকড় আরতি করো।" লক্ষ্মণ মামা গ্রামের জ্যোতিষী, শামার মামা ও এক কর্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। উনি রোজ ভোরবেলা বাবার পূজো করতেন এবং তারপর গ্রামের দেবী-দেবতাদের। ওঁর বাবার প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। তাই এই দৃষ্টান্তের পর উনি পূজোর সামগ্রী সাজিয়ে আনলেন। বাবার মুখের আবরণ সরাতেই সেই নির্জীব অলৌকিক মহান প্রদীপ্ত প্রতিভার দর্শন করে উনি স্তব্ধ হয়ে যান। স্বপ্নের কথা মনে পড়তেই মৌলবীদের বিরোধের চিন্তা না করে আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজো ও 'কাকড়' আরতি করেন। দুপুরে বাপুসাহেব যোগ অন্য ভক্তদের নিয়ে সেখানে আসেন এবং নিয়মমত মধ্যাহ্ন আরতিও করেন।

বাবার শেষ শ্রী বচন শ্রদ্ধা পূর্বক স্বীকার করে লোকেরা তাঁর পবিত্র দেহটিকে বুটী ওয়াড়াতে সমাধিস্থ করতে রাজী হয়। এবার সেই জায়গাটির মধ্যভাগ খোঁড়া আরম্ভ হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাহাতা থেকে সাব্ ইন্সপেক্টর এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক লোকেরা সেখানে এসে জড়ো হয়। পরের দিন সকাল বেলা বম্বে থেকে আমীর ভাই ও কোপরগ্রাম থেকে মাম্লৎদারও সেখানে এসে পৌঁছন। কিন্তু ওঁরা এসে দেখেন যে লোকেরা এখনো একমত নয়। তখন ওঁরা মতদান করান এবং দেখেন যে অধিকাংশ লোক 'ওয়াড়া'র পক্ষতেই মত দিয়েছিল। তবুও ওঁরা এই বিষয়ে কালেক্টারের স্বীকৃতি অতি আবশ্যক মনে করেন। তখন কাকাসাহেব স্বয়ং আহমদনগর যেতে উদ্যত হন। কিন্তু বাবার প্রেরণায় বিপক্ষীরাও প্রস্তাব সহর্ষে স্বীকার করে নেয় এবং ওঁরা সবাই নিজেদের মতও ওয়াড়ার পক্ষেই দেন। অতএব বুধবার সন্ধ্যাবেলার বাবার পবিত্র শরীর খুব ধুমদাম করে ওয়াড়ায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে বাবাকে সমাধিস্থ করা হল। কত ভক্তের দল আজও সেখানে আসে এবং এসে সুখ ও শান্তি প্রাপ্ত করে। বালাসাহেব ভাটে এবং বাবার এক অনন্য ভক্ত শ্রী উপাসনী বাবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এ কথাটা প্রোফেসর নারকেও লক্ষ্য করেন যে বাবার শরীর ৩৬ ঘন্টা খোলা থাকা সত্ত্বেও শক্ত হয়ে যায় নি। তাঁর শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ নমনীয় ছিল। তাই তাঁর কফ্নী খোলার সময় সেটা ছিঁড়তে হয়নি এবং সহজেই

খুলে নেওয়া হয়।

**ইঁট ভাঙ্গা ঃ-**

বাবার মহাপ্রয়াণের কয়েকদিন আগে একটা কুলক্ষণ ঘটে- যেন ভাবী দুর্য্যোগের ইঙ্গিত। মস্‌জিদে একটা পুরানো ইঁট ছিল যার উপরে বাবা হাত রেখে বসতেন। রাত্রিবেলা বাবা তার উপরে মাথা রেখে শুতেন। এই ব্যবস্থাটা অনেক বছর চলে। সেইদিন বাবার অনুপস্থিতিতে একটি ছেলে ঝাড়ু দেওয়ার সময় ইঁটটা হাতে ওঠায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁটটা ওর হাত থেকে পড়ে গিয়ে দুটুকরো হয়ে যায়। বাবা যখন এই কথাটা জানতে পারেন তখন তিনি খুব দুঃখিত হন এবং বলেন- "এই ইঁটটা ভাঙ্গায় আমার ভাগ্যই ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে। ঐটি ছিল আমার জীবনসঙ্গিনী। ওঁকেই কাছে রেখে আমি আত্মচিন্তন করতাম। ঐটি আমার প্রাণপ্রিয় ছিল। আজ ও আমায় ছেড়ে চলে গেল।" অনেকে ভাবতে পারে যে বাবার কি ইঁটের মত তুচ্ছ জিনিষের জন্য শোক করা উচিত ছিল? এর উত্তর হেমাডপন্ত এই ভাবে দেন যে সাধু-সন্তরা জগতের উদ্ধার এবং দীন ও অনাশ্রিতদের কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ হন। তাঁরা যখন নরদেহ ধারণ করেন তখন তাঁরা তদোনুরূই আচরণ করেন অর্থাৎ বাহ্য রূপে অন্যান্য লোকেদের মতই হাসেন, খেলেন এবং কাঁদেন। কিন্তু অন্তরে তাঁরা নিজেদের অবতার কার্য্য এবং তার লক্ষ্যের বিষয় সদৈব সজাগ থাকেন।

**৭২ ঘন্টার সমাধি ঃ-**

এই ঘটনার ৩২ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবা একবার জীবনরেখা পার করার একটা প্রয়াস করেছিলেন। একটি অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার দিনে বাবার হাঁপানিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাবা নিজের 'প্রাণ' ঊর্দ্ধে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ হওয়া স্থির করেন। অতএব উনি ভগত মহালসাপতিকে বলেন- "তুমি আমার দেহটা তিন দিন পাহারা দিও। আমি যদি ফিরে আসি তো ভালো, নাহলে ঐ স্থানে (একটা জায়গা ইঙ্গিত করে) আমার সমাধি বানিয়ে দিও এবং দুটো ধ্বজা চিহ্নস্বরূপ লাগিয়ে দিও।" এই বলে বাবা প্রায় রাত দশটার সময় মাটিতে শুয়ে পড়েন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল যেন তাঁর শরীরে প্রাণই নেই। লোকেরা, যাদের মধ্যে গ্রামবাসীরাও ছিল, সেখানে একত্রিত হয়েছিল। শরীরটি পরীক্ষা করার পর বাবা যেখানে বলেছিলেন, সেখানে তাঁর দেহটি সমাধিস্থ করার আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু ভগত মহালসাপতি তাদের বাধা দেন। বাবার নিশ্চল

দেহটি নিজের কোলে রেখে তিন দিন অবধি সেটি রক্ষা করেন। তিন দিন কেটে গেলে রাত্তির প্রায় তিনটে নাগাদ প্রাণ ফেরার চিহ্ন দেখা যায়। তাঁর নির্জীব শরীর জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। শ্বাস-প্রশ্বাস আবার সাধারণ হয়ে গেল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ে-চড়ে উঠল। তিনি চোখ খোলেন এবং জ্ঞানে ফিরে আসেন। এইটি এবং আরো অন্য প্রসঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবার আমরা এটি পাঠকদের উপরই ছাড়ছি যে, তাঁরাই নির্ণয় করুন যে বাবা অন্য লোকেদের মত সাড়ে তিন হাত লম্বা এক দেহধারী মানব ছিলেন, যিনি কিছু বছর দেহ ধারণ করার পর সেটি ত্যাগ করেন, না কি তিনি স্বয়ং আত্মজ্যোতিস্বরূপ। পাঁচ মহাভূত দ্বারা নির্মিত হওয়ার দরুণ শরীরের নাশ হওয়া তো সুনিশ্চিত। কিন্তু সদ্‌বস্তু (আত্মা) অন্তঃকরণে বিরাজমান, যথার্থে সেই সত্য। তার রূপ নেই, শেষ নেই আর বিনাশও নেই। এই শুদ্ধ চৈতন্যধন বা ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয় ও মনের উপর শাসন ও নিয়ন্ত্রণকারী যে তত্ত্ব, সেইটিই সাই, যিনি সংসারের সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান এবং যেনি সর্বব্যাপী। নিজের অবতার কার্য্য করার জন্য তিনি দেহ ধারণ করেছিলেন। সেই কাজ পুরো হওয়ায় পর তিনি দেহ ত্যাগ করে আবার শাশ্বত স্বরূপ ধারণ করেন। শ্রী দত্তাত্রয়ের পূর্ণ অবতার গাণগাপুরের শ্রী নৃসিংহ সরস্বতীর ন্যায় শ্রী স্বাই-এর মৃত্যু নেই। তাঁর নির্বাণ তো শুধু একটা নিয়মপালন মাত্র। তিনি জড় ও চেতন সব পদার্থেই ব্যাপ্ত এবং সর্বভূতের অন্তঃকরণের সঞ্চালক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা। এই সত্যটি এখনো অনুভব করা যেতে পারে এবং অনেকে এরকম অনুভব করেছে- যারা অনন্য ভাবে তাঁর শরণে গেছে এবং যারা অন্তঃকরণ হতে তাঁর উপাসক। যদিও বাবার স্বরূপ এখন আর দেখতে পাওয়া যাবে না। তবুও শিরডীতে গেলে মস্‌জিদে রাখা তাঁর জীবন্ত চিত্রটি (বাবার এক প্রসিদ্ধ শিল্পী ভক্ত শ্রী শামরাও জয়কর এটি এঁকেছিলেন) দেখতে পাব। এক কল্পনাশীল ও ভক্তিমান দর্শককে এই চিত্রটি এখনো বাবার সাক্ষাৎ দর্শনের সন্তোষ ও সুখ প্রদান করে। বাবা এখন আর দেহে নেই। কিন্তু তিনি সর্বভূতে ব্যাপ্ত এবং ভক্তদের কল্যাণ করছেন ও করবেন- যেমনটি তিনি জীবিতকালে করতেন। বাবা তো সন্তদের ন্যায় অমর। যদিও আবরণ রূপী নরদেহ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তো স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি যিনি সময় সময় ভূতলে অবতীর্ণ হন।

### বাপুসাহেব যোগের সন্ন্যাস :-

যোগে সন্ন্যাসের বিষয়ে আলোচনা করে হেমাডপন্ত এই অধ্যায়টি শেষ করেছেন। শ্রী সখারাম হরি ওরফে বাপুসাহেব যোগ পুণের বিষ্ণু বুওয়া যোগের কাকা ছিলেন।

উনি লোক নির্মান বিভাগে (P.W.D.) পর্যবেক্ষক ছিলেন। অবসর গ্রহণ করার পর সপত্নীক শিরডীতে এসে থাকতে আরম্ভ করেন। ওঁর কোন ছেলেপিলে ছিল না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই শ্রী সাই চরণে অচল শ্রদ্ধা ছিল। ওঁরা দুজনে বাবার পূজো ও সেবাতেই নিজেদের দিন কাটাতেন। মেঘার মৃত্যুর পর বাপুসাহেব বাবার মহাসমাধি পর্যন্ত মস্‌জিদে ও চাওড়ীতে আরতি করতেন। ওঁকে সাঠে ওয়াড়াতে শ্রী জ্ঞানেশ্বরী ও শ্রী একনাথী ভাগবৎ পড়ার ও তার ভাবার্থ শ্রোতাদের বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই ভাবে অনেক বছর সেবা করার পর উনি একবার বাবার কাছে প্রার্থনা করেন- "হে আমার জীবনের একমাত্র আশ্রয়। আপনার পূজনীয় চরণ দর্শন করে সমস্ত প্রাণীরা পরম শান্তি অনুভব করে। আমি এই শ্রীচরণের ছায়ার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আমার চঞ্চল মন শান্ত ও স্থির হল না। এত বছরের আমার সন্ত সমাগম কি ব্যর্থ হবে? আমার জীবনে সেই শুভ দিন কবে আসবে, যখন আপনার কৃপাদৃষ্টি আমার উপর পড়বে?"

ভক্তের প্রার্থনা শুনে বাবার দয়া হয়। তিনি উত্তর দেন- "কিছুদিনের মধ্যেই তোমার অশুভ কর্ম শেষ হয়ে যাবে এবং পাপ-পুণ্য শীঘ্রই জ্বলে ভষ্ম হয়ে যাবে। আমি তোমায় সেদিন ভাগ্যবান মনে করব, যেদিন তুমি ঐন্দ্রিক বিষয়গুলিকে তুচ্ছ মনে করে সমস্ত পদার্থের প্রতি উদাসীন হয়ে অনন্য ভাবে ঈশ্বর ভক্তি প্রাপ্ত করে সন্ন্যাস ধারণ করবে।" কিছুদিন পর বাবার কথা সত্য প্রমাণিত হয়। ওঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওর আর কোন দায়িত্ব বাকী থাকে না। উনি এবার স্বতন্ত্র হলেন। মৃত্যুর আগে সন্ন্যাস ধারণ করে নিজের জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে সফল হন।

**বাবার অমৃততুল্য কথা ঃ-**

দয়ানিধি কৃপালু শ্রীসাই সমর্থ মস্‌জিদে (দ্বারকা মাই) অনেক বার নিম্নলিখিত অমৃত বচন বলতেন- **"যে আমায় অত্যধিক ভালবাসে, সে সদাই আমার দর্শন পায়। ওর জন্য আমি ছাড়া সমগ্র জগত শূণ্য। ও কেবল আমারই শরণাপন্ন হয় এবং সর্বদা আমাকেই স্মরণ করে নিজের উপর ওর সেই ঋণ ওকে মুক্তি (আত্মোপলব্ধি) প্রদান করে চুকিয়ে দিই। যে আমারই চিন্তন করে এবং আমার প্রেমই যার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, সে আমার সঙ্গে মিলে ঐরূপ একাকার হয়ে যায় যেমন নদী সমুদ্রের সাথে মিলে একাকার হয়ে যায়। অতএব মহত্ত্ব ও অহংকার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে আমার প্রতি, যিনি তোমার হৃদয়ে আসীন, পূর্ণ**

রূপে সমর্পিত হয়ে যাওয়া উচিত।"

**এই 'আমি' কে? ঃ-**

শ্রী সাইবাবা অনেক বার বুঝিয়েছেন এই 'আমি'টি কে। এই আমিকে খোঁজবার জন্য বেশী দূর যাওয়ার দরকার নেই। তোমার নাম ও চেহারা বাদ দিলে 'আমি' তোমার অন্তঃকরণে এবং সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে চৈতন্যধন স্বরূপ বিদ্যমান এবং এটাই 'আমি'-র স্বরূপ। এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা **তুমি নিজের ও সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে আমাকেই দর্শন করো। যদি তুমি নিত্য এই রূপ অভ্যাস করো তাহলে আমার সর্বব্যপকতা শীঘ্রই উপলব্ধি করতে পারবে এবং আমার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করবে।**

অতএব হেমাডপন্ত পাঠকদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়ে তাঁদের অনুরোধ করছেন যে তাঁরা যেন সকল দেবী-দেবতা, সন্ত ও ভক্তদের শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন। বাবা সদৈব বলতেন- "যে **অন্যদের দুঃখ দেয় সে আমার হৃদয়কে ব্যথা দেয়, এবং আমাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু যে স্বয়ং কষ্ট সহ্য করে, সে আমার বেশী প্রিয়।**" বাবা সব প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান এবং তাদের সব দিক দিয়ে রক্ষা করেন। সমস্ত প্রাণীদের ভালবাসো, এই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে। এই ধরনের বিশুদ্ধ অমৃতময় স্রোত তাঁর শ্রীমুখ থেকে সর্বদা প্রবাহিত হত। অতএব যারা প্রেমপূর্বক বাবার লীলাগান করবেন ও সেগুলি ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করবেন, তাঁরা সাইয়ের সাথে অবশ্যই অভিন্নতা প্রাপ্ত করবেন।

*।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।*